(রবীন্দ্রনাথকে লেখা পত্র)

কলিকাতা

প্যারাডাইস

৪১, মৃজাপুর স্ট্রীট্

১৮/১১

শ্রীচরণকমলেষু,

আপনাকে কোনোদিন পত্র লিখ্‌নি, এজন্য প্রথম পত্র লিখতে কেমন একটু ভয় ভয় করে। এবার ভেবেছিলাম আপনার সঙ্গে আর একবার দেখা করি, কিন্তু দার্জিলিং থেকে ফেরবার কোনো সংবাদ পাইনি। আশাকরি আপনার স্বাস্থ্য পূর্বাপেক্ষা ভালো।

গত শ্রাবণ মাসে একবার জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে গিয়ে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি, সে সময় আমার 'পথের পাঁচালী' সম্বন্ধে কিছু লিখতে আপনাকে অনুরোধ করেছিলাম, কিন্তু তখন আপনার শরীর ভালো ছিল না বলে তারপর এ নিয়ে আর কোনো কথা ওঠাই নি। আর একখানা ছোটগল্পের বই বার করেচি, সেখানাতে আগের লেখা গোটাদশেক গল্প আছে— দুটো ছাড়া বাকীগুলো প্রবাসীতে বার হয়েছিল। সব গল্পই 'পথের পাঁচালী'লিখবার আগে লেখা, অনেক ক্ষেত্রে ৬/৭ বছর আগেও লেখা। 'উপেক্ষিতা' গল্পটি বইয়ে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু আমার সাহিত্যিক জীবনের প্রথম গল্প, সে হিসেবে ওর প্রতি একটা মায়া আছে— শুধু এই জন্যেই ওটা দিয়েছি।

আপনাকে একখানা 'পথের পাঁচালী' ও একখানা 'মেঘমল্লার' পাঠালাম। আপনি সময়মত যদি কিছু লেখেন, তবে সৌভাগ্যবান বিবেচনা করবো। লেখাটা যদি কৃপা করে 'বিচিত্রা'তে পাঠান, তবে ভাল হয়। কেননা বইখানা 'বিচিত্রা'তে প্রথম বার হয়েছিল। আপনাকে আর একবার দেখতে ইচ্ছে হয়, এর মধ্যে আর বোধ হয় কলকাতায় আসবেন না!

'পথের পাঁচালী'র অনুবৃত্তি 'অপরাজিত' বলে উপন্যাসখানা সম্প্রতি প্রবাসীতে শেষ হয়েচে—বড়দিনের আগেই প্রকাশিত হবে। আপনি মাসিকের পাতায় উপন্যাস পড়েন না জানি—বইখানা বেরুলেই আপনাকে পাঠিয়ে দেব— তবে সেবার সমালোচনা লিখবার জন্য আপনাকে বিরক্ত কোরবো না।

প্রণত

শ্রীবিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

পুঃ—'পথের পাঁচালী'র আর এক ভলুম এর পরে লিখ্‌বো। একটী শিশুমন বিশ্বের আলোয় তার পাপ্‌ড়ীগুলি কিরূপে ধীরে ধীরে মেল্‌চে, এর বিপুল রহস্যের প্রতি সচেতন হয়ে উঠচে—এই বইগুলিতে সেটাই বক্তব্য। খুব তুচ্ছ দৈনন্দিন ঘটনাগুলোও দিয়েচি এইজন্যে যে গোটা জীবনের স্মৃতির ভাণ্ডারে তাদের দান অমূল্য ও অক্ষয়। আপনার একটু যদি ভাল লাগে, তবে আমি রচনা সার্থক বিবেচনা করবো।